



মহানবী (সা.)-এর জীবনে দুঃসময় মোকাবেলার শিক্ষা ধৈর্য, আল্লাহভরসা ও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত



সংগৃহীত ছবি

মানবজীবনে দুঃসময় ও বিপদ-আপদ অনিবার্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনে নানা প্রতিকূলতা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু ধৈর্য, আল্লাহর উপর ভরসা ও দৃঢ় মানসিকতার মাধ্যমে তিনি তা মোকাবিলা করেছেন। তাঁর জীবন থেকে আমরা শিখতে পারি কীভাবে দুঃসময়কে ঈমানের শক্তিতে জয়ের পথে রূপান্তর করা যায়।

মানবজীবনে সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, শান্তি-অশান্তি সবই পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন— “আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফলের ক্ষতির মাধ্যমে; আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।” (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫৫)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানাবিধ দুঃসময় অতিক্রম করেছেন। শৈশবে পিতা-মাতৃহারা হওয়া, দারিদ্র্যের কষ্ট, সমাজে অবজ্ঞা-অপমান, দাওয়াতের সময়ে মক্কার কাফেরদের অমানবিক নির্যাতন, তায়েফের অপমান কিংবা উহুদের যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া—সবকিছু তিনি ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন।

তাঁর জীবনের অন্যতম শিক্ষা হলো—

ধৈর্য (সবর): কঠিন সময়েও হতাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করা।

আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল): সব কাজে আল্লাহর পরিকল্পনার উপর আস্থা রাখা।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: সমস্যাকে সুযোগে রূপান্তর করা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আশা রাখা।

দোয়া ও ইবাদত: বিপদের সময়ে নামাজ ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি তবে ব্যক্তিগত, সামাজিক বা জাতীয় যে কোনো দুঃসময়ই ঈমান ও আমলের মাধ্যমে মোকাবিলা করা সম্ভব। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়—আল্লাহর রহমত ও সাহায্য ছাড়া কোনো বিপদই দূর হয় না।